মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট

আলমপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট-৩১১১

স্মারক নং ঃ সিশিবো/পনি/জে এস সি/১৪০/২০১৯/ ১৫৭

তারিখ ঃ ২৪ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০৮ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট-এর আওতাধীন সকল বিদ্যালয়ের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে এস সি) পরীক্ষার Online এ ফরম পুরণ ও প্রয়োজনীয় ফি সিলেট শিক্ষা বোর্ডে জমা দেয়ার তারিখ, ফি এর হার ও নিয়মাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. **Online ফরম পুরণঃ**

শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা **(probable list)** প্রদর্শন : শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্বলিত সম্ভাব্য তালিকা সিলেট শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইটে ২৭/০৭/২০১৯ তারিখ **(www.sylhetboard.gov.bd)** দেয়া হবে। উক্ত সম্ভাব্য তালিকা হতে ২৮/০৭/২০১৯ **থেকে** ০৩/০৮/২০১৯ **তারিখের মধ্যে এবং বিলম্ব ফিসহ** ০৬/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে Online এ ফরম পূরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। Online এ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে ফরম পূরণের পর **Final Candidate List Print** করে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বাক্ষর করবেন। নিম্নে প্রদত্ত তারিখ অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে Software generated **সোনালী সেবার** ফরমের মাধ্যমে টাকা জমা করতঃ মূল জমা রশিদ ও ফরম পূরণের প্রিন্ট কপি ১(এক) সেট হিসাব শাখায় জমা দিতে হবে। বোর্ডের হিসাব শাখা থেকে প্রাপ্ত রশিদ ও প্রিন্টকপি ০১(এক) সেট পরীক্ষা বিভাগের **জে এস সি** শাখায় জমা দিতে হবে এবং ০১ (এক) সেট সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের জে এস সি পরীক্ষার eFF এর মাধ্যমে ফরম পূরণের জন্য ২০১৯ সালের ৮ম(অষ্টম) শ্রেণির রেজিস্টেশনের (eSIF) এর জন্য যে প্রতিষ্ঠানে যে password দেয়া হয়েছে উক্ত password ২০১৯ সালের জে এস সি পরীক্ষার ফরমপূরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২. **পরীক্ষার ফি এর হার ঃ**

ক) পরীক্ষার ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী) ঃ ১০০/-(একশত)) টাকা।
খ) বিলম্ব ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী) ঃ ২৫/-(পঁচিশ) টাকা।
গ) কেন্দ্র ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী) ঃ ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা। (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সচিবকে প্রদান করবে) ।
ঘ) Online (ফি প্রতি পরীক্ষার্থী) ঃ ৫/-টাকা

৩. **ফি জমাদানের ছক ঃ**

ক্রমিক নং	ফি এর খাত	ফি এর হার	শিক্ষার্থী সংখ্যা	মোট টাকা
১.	জেএসসি পরীক্ষার ফি (জিপিএ উন্নয়নসহ) প্রতি পরীক্ষার্থী	১০০/-		
২.	বিলম্ব ফি, প্রতি পরীক্ষার্থী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	২৫/-		
৩.	Online ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	৫/-		
			সর্বমোট =	

৪. **ফি এবং প্রিন্ট আউট জমাদান পদ্ধতি ঃ**

ক) নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ১নং ক্রমিকে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী **সোনালী ব্যাংক, সিলেট কর্পোরেট শাখার সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর ৩৪১৮৭২২৬ এর অনুকূলে"** টাকা জমা করতঃ মূল জমা রশিদ ও ফরম পূরণের প্রিন্ট কপি ০১সেট হিসাব শাখায় জমা দিতে হবে। বোর্ডের হিসাব শাখা থেকে প্রাপ্ত রশিদ ও প্রিন্টকপি ০১(এক) সেট পরীক্ষা (জে এস সি) শাখায় জমা দিতে হবে এবং ০১ (এক) সেট সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে। হিসাব বিবরণী ফরম ও প্রিন্ট আউট কপি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন পরীক্ষা (জেএস সি) শাখার সংশ্লিষ্ট সহকারীর নিকট অথবা তাঁর অনুপস্থিতে উক্ত শাখার যে কোন কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী বা কর্মকর্তা ব্যতিত অন্য কারও নিকট হিসাব বিবরণী, প্রিন্টআউট কপি এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র জমা না দিলে এর জন্য কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে, তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকেই বহন করতে হবে।

খ) কোন ক্রমেই পরীক্ষার ফি নগদ টাকা, পোষ্টাল অর্ডার,মানি অর্ডার,সিকিউরিটি ডিপোজিট রশিদ,ব্যাংক ড্রাফট/পেঅর্ডার অথবা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দেয়া যাবে না।

গ) কোন অবস্থাতেই পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরসহ প্রিন্ট কপি, আনুষঙ্গিক কাগজপত্র এবং ব্যাংকে টাকা জমাদানের মূল জমা রশিদ ডাকযোগে পাঠানো যাবে না।

৫. **মূল রশিদ ,পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সম্বলিত প্রিন্ট আউট কপিসহ কাগজপত্র বোর্ডে জমাদানের সময়সীমাঃ**

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	শেষ তারিখ
১.	বিলম্ব ফি ছাড়া মূল ফি জমাদানের শেষ তারিখ ঃ (সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা)	০৪/০৮/২০১৯
২.	বিলম্ব ফি ছাড়া **Finalization** এর তারিখ ঃ	০৫/০৮/২০১৯
৩.	পরীক্ষার্থী প্রতি ২৫.০০(পঁচিশ) টাকা হারে বিলম্ব ফি সহ মূল ফি জমাদানের শেষ তারিখ ঃ (সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা)	০৭/০৮/২০১৯
৪.	বিলম্ব ফিসহ **Finalization** এর তারিখ ঃ	০৮/০৮/২০১৯

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বিলম্ব ফিসহ টাকা জমার রশিদ, প্রিন্টআউট কপি এবং অন্যান্য কাগজপত্র বোর্ডে জমা দেয়ার তারিখ
১	সুনামগঞ্জ	২০/০৮/২০১৯ (অফিস সময়ের মধ্যে)
২	হবিগঞ্জ	২১/০৮/২০১৯ (অফিস সময়ের মধ্যে)
৩	মৌলভীবাজার	২২/০৮/২০১৯ (অফিস সময়ের মধ্যে)
৪	সিলেট	(সিলেট সদর, দঃসুরমা, গোলাপগঞ্জ, বিশ্বনাথ ও ফেঞ্চুগঞ্জ) ২৫/০৮/২০১৯ (অফিস সময়ের মধ্যে)
৫		(সিলেট জেলার অবশিষ্ট উপজেলা সমূহ) ২৬/০৮/২০১৯ (অফিস সময়ের মধ্যে)

৬. **পাঠ্যসূচি ঃ** এনসিটিবি থেকে গেজেটে প্রকাশিত ২০১৯ সনের অনুমোদিত বইসমূহ ৮ম শ্রেণীর পাঠ্য বই হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. **পরীক্ষার মাধ্যম ঃ**

বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে (ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক ইংরেজি ভার্সনের অনুমতিপত্র জমা দিতে হবে)। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী এক কপি তালিকা সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এর নিকট প্রিন্ট আউট কপি জমাদানের তারিখে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায়, তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এতে শিক্ষার্থীর কোন অসুবিধা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানই দায়ী থাকবেন। বোর্ডকে কোন অবস্থাতেই দায়ী করা যাবে না।

কেন্দ্র কোড	বিষয়ের নাম	বিষয় কোড	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	
			নতুন (শিক্ষাবর্ষ উল্লেখ করে)	পুরাতন (শিক্ষাবর্ষ উল্লেখ করে)

৮. পরীক্ষার্থী ঃ

ক) **২০১৯,২০১৮ ও ২০১৭ সালের রেজিঃধারী পরীক্ষার্থীরা ২০১৯ সালের জে এস সি পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।**

খ) যে সকল পরীক্ষার্থীরা ২০১৮ সালে জে এস সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ০১(এক) থেকে ০৩(তিন) বিষয় অকৃতকার্য হয়েছে তারা ইচ্ছে করলে ইতোপূর্বে অকৃতকার্য বিষয়গুলো অথবা সকল বিষয়ে পরীক্ষা অংশ গ্রহণ করতে পারবে। আংশিক বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়সমূহের প্রাপ্ত জি পি এ সংরক্ষিত থাকবে। ২০১৯ সালের জে এস সি পরীক্ষায় অবশিষ্ট বিষয় সমূহ অংশ গ্রহণ করলে পূর্বের উত্তীর্ণ বিষয় সমূহের জিপিএ এর সাথে যোগ করে জিপিএ নির্ধারণ করা হবে।

৯. জিপিএ উন্নয়ন ঃ

কেবল ২০১৮ সনের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়ে জিপিএ ৫.০০ এর কম পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থীরা ২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষায় এদের জিপিএ উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের জিপিএ বহাল থাকবে। **জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীকে পূর্বের পরীক্ষার মূল প্রবেশপত্র এবং একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি পরীক্ষা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী /কর্মকর্তার নিকট হাতে হাতে জমা দিতে হবে।**

১০. রেজিঃ নবায়নঃ

২০১৭ সেশনের শিক্ষার্থী ২০১৮ সনের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যারা ০১(এক) বিষয়ে অকৃতকার্য (৪র্থ বিষয় বাদে) হয়েছে তারা বিদ্যালয় শাখা হতে রেজিঃ নবায়ন সাপেক্ষে ২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষায় উক্ত বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ২০১৭ সালের রেজিঃধারী (নবায়নকৃত) পরীক্ষার্থীদের রেজিঃকার্ডে উল্লেখিত বাংলা ১ম,২য় ও ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্রের পরিবর্তে শুধু বাংলা ১০১, ইংরেজি-১০৭ আকারে সংশোধন করে নিতে হবে।

১১. ২০১৯ সেশনের শিক্ষার্থী **কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মও জীবনমুখী শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহ এনসিটিবি এর নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে। পরীক্ষার্থীর রোলনম্বর পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র পরীক্ষা চলাকালীন বোর্ডের ওয়েব সাইটে অনলাইনের মাধ্যমে ধারাবাহিক মুল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর এন্টি করে প্রেরণ করবে।**

১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন ঃ

কোন অবস্থাতেই এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে পিতা/মাতা/অভিভাবকের বদলি জনিত/যুক্তিসঙ্গত অন্য কোন কারণে নিয়মানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে থাকলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের সকল প্রামাণ্য কাগজপত্র (সত্যায়িত ফটোকপি) পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরকৃত প্রিন্ট আউটের সাথে জমা দিতে হবে।

১৩. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়/বিষয়সমূহঃ

শিক্ষার্থীর রেজিঃকার্ড/প্রবেশপত্রে উল্লেখিত বিষয়/বিষয়সমূহেই তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
বোর্ডের অনুমতিক্রমে বিষয় পরিবর্তন না করে রেজিঃকার্ড/প্রবেশপত্র বহির্ভুত কোন বিষয়/বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে অংশগ্রহণকৃত উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহ বাদ দিয়েই তার ফল প্রকাশ করা হবে।

১৪. বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী সঠিকভাবে অনুসরন করতঃ যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

বিঃদ্রঃ বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ফি ব্যতিত অন্য কোন ফি পরীক্ষার্থীর নিকট হতে আদায় করা যাবে না ।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের আদেশক্রমে

০৮/০৭/২০১৯

(মোঃ কবির আহমদ)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
সিলেট।
০৮২১-৮৪০০৮৫

স্মারক নং ঃ সিশিবো/পনি/জেএসসি/১৪০/২০১৯/ ১৫৭

তারিখ ঃ ২৪ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০৮ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ (অনুলিপি প্রেরিত হলো)

১। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, , বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ

১। বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট (ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল)
৩। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,অত্র শিক্ষা বোর্ড।(সোনালী সেবার ফি গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল)
৪। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, সিলেট কর্পোরেট শাখা (তাঁর আওতাধীন **সকল শাখাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা গেল।**)
৫। সিলেট শিক্ষা বোর্ডের জেএসসি পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিকও কলেজিয়েট স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান।
৬। কেন্দ্র সচিব ,অত্র শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল কেন্দ্র। **(তাঁর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞপ্তিটি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা গেল।)**
৭। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র শিক্ষা বোর্ড।
৮। সংরক্ষণ নথি।

০৮/৭/১৯

(দ্বীপেশ রঞ্জন দাশ)
সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
সিলেট।
০৮/০৭/১৯